Contents

সোনামণি প্রতিভা

৪৩তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
২০২০

- আমানতদারিতা
- শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে ‘সোনামণি’ সংগঠনের ভূমিকা
- ইসলাম ও বিজ্ঞানের আলোকে অক্সিজেন
- জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ
- মায়ের যত্ন
- টমাস আলভা এডিসন
- শিশুর বসার দিকে দৃষ্টি রাখুন

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

Contents

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৪৩তম সংখ্যা

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২০

♦ **উপদেষ্টা সম্পাদক**
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম

♦ **সম্পাদক**
মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম

♦ **নির্বাহী সম্পাদক**
রবীউল ইসলাম

♦ **প্রচ্ছদ ও ডিজাইন**
মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
Email : sonamoni23bd@gmail.com
Facebook page : sonamoni protiva

মূল্য : ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
  - অনুসরণ করব কাকে? ০২
- কুরআনের আলো ০৪
- হাদীছের আলো ০৫
- প্রবন্ধ ০৬
  - ইসলাম ও বিজ্ঞানের আলোকে অক্সিজেন ০৬
  - শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা ১০
  - জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ ১৫
- হাদীছের গল্প ১৯
  - দান ও নিয়তের ফলাফল ১৯
- এসো দো'আ শিখি ২১
- গল্পে জাগে প্রতিভা ২২
  - লোভী ইঁদুর ও চাষী ২২
  - শক্তির পতন ২৩
- কবিতাগুচ্ছ ২৪
- রহস্যময় পৃথিবী ২৫
- ইতিহাসের পাতা ২৮
  - টমাস আলভা এডিসন ২৮
- দেশ পরিচিতি ৩২
- যেলা পরিচিতি ৩৩
- সংগঠন পরিক্রমা ৩৪
- প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৫
- ভাষা শিক্ষা ৩৭
- কুইজ ৩৭
- প্রতিযোগিতার নীতিমালা ৩৯

অনুসরণ করব কাকে?

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে সর্বোত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে এবং আল্লাহকে অধিক হারে স্মরণ করে' *(আহযাব ৩৩/২১)*।

প্রিয় সোনামণিরা! তোমাদের মনে অনেক স্বপ্ন সর্বদা উঁকি মারে। তোমরা সেই স্বপ্নে দোল খেতে থাকো। তোমরা বড় হতে চাও। তোমাদের কেউ চায় বড় হয়ে যোগ্য হাফেয ও তাক্বওয়াশীল আলেম হবে, কেউ শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পাইলট ও ব্যবসায়ী হবে, কেউবা রাষ্ট্রের বড় বড় পদে আসীন হবে। তোমাদের আশা- জীবনে অনেক উন্নতি করবে। সেজন্য তোমরা বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির জীবনী পড়। সেখানে তোমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় মওজুদ আছে। কিন্তু তোমাদের জন্য কার জীবনচরিতে সর্বোত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে তা কি তোমরা জানো? তোমরা যার আদর্শ অনুসরণ করে ইহকালীন জীবনে উন্নতির স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করতে পার এবং পরকালীন জীবনে মুক্তি পেতে পার, তিনি হলেন শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। তাই তোমাদের উচিত সর্বপ্রথম তাঁর জীবন চরিত জানা ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন করা।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন সকল প্রকার মানবিক গুণে গুণান্বিত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ পাক নিজেই স্বীয় রাসূলের প্রশংসায় বলেন, 'নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী' *(ক্বলম ৬৮/৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি প্রেরিত হয়েছি সর্বোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য' *(হাকেম হা/৪২২১)*। তাই দেখা যায়, নবুঅত-পূর্ব জীবনে সকলের নিকটে প্রশংসিত হিসাবে তিনি ছিলেন 'আল-আমীন' (বিশ্বস্ত, আমানতদার) এবং নবুঅত পরবর্তী জীবনে চরম শত্রুতাপূর্ণ পরিবেশেও তিনি ছিলেন ধৈর্য ও সহনশীলতা, সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা, দয়া ও সহমর্মিতা, পরোপকার ও পরমত সহিষ্ণুতা, লজ্জা ও ক্ষমাশীলতা প্রভৃতি অনন্য গুণাবলীর জীবন্ত প্রতীক *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ৭৮১)*।

সার্বিক জীবনে সেই সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করা প্রত্যেক সোনামণির জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। তাঁর অনুসরণ ইবাদত কবুলের অন্যতম শর্ত। আল্লাহ বলেন, 'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক' *(হাশর ৫৯/৭)*। তাঁর অনুসরণের মধ্যেই

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। তাঁর আনুগত্য ও যথাযোগ্য অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহ্র ভালবাসা লাভ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন, 'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন ও তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্য মানেই আল্লাহ্র আনুগত্য। আর তাঁর অবাধ্যতা মানেই আল্লাহ্র অবাধ্যতা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে কেউ সফল হতে পারে না। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের আনুগত্য করল সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল। যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের অবাধ্যতা করল সে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ হলেন লোকদের মধ্যে হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী মানদণ্ড *(বুখারী হা/৭২৮১; মিশকাত হা/১৪৪)*। দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবন শেষে মৃত্যুর পরই রয়েছে জান্নাতের অফুরন্ত শান্তি অথবা জাহান্নামের বেহিসাব শাস্তি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণে রয়েছে জান্নাত এবং তাঁর অবাধ্যতায় রয়েছে জাহান্নাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার প্রত্যেক উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। কেবল তারা ব্যতীত যারা অসম্মত হবে। জিজ্ঞেস করা হল অসম্মত কারা? তিনি বলেন, যারা আমার আনুগত্য করল, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যারা আমার অবাধ্যতা করবে, তারাই হল অসম্মত' *(বুখারী হা/৭২৮০)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক আনীত সর্বশেষ জীবনবিধান ইসলামের দিক-নির্দেশনা মওজুদ থাকতে পূর্বের কোন নবীর বিধানও টিকে থাকতে পারে না। তাহলে অন্য কোন ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ যারা করবে তাদের অবস্থা কী হতে পারে? যারা এরূপ করবে প্রকৃতপক্ষে তারাই হতভাগ্য। তারা ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহর কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন! যদি মূসা (আঃ) তোমাদের মধ্যে থাকতেন, আর তোমরা তাঁর অনুসরণ করতে এবং আমাকে ত্যাগ করতে তাহলে তোমরা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পথভ্রষ্ট হতে। মূসা (আঃ) যদি এখন জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুঅতের যুগ পেতেন, তাহলে তিনিও আমারই অনুসরণ করতেন' *(দারেমী হা/৪৩৫; মিশকাত হা/১৯৪)*।

অতএব হে সোনামণি! সার্বিক জীবনে একমাত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কেই আদর্শ হিসাবে অনুসরণ কর। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

আমানতদারিতা

১. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ -

১. ‘(সফল মুমিন তারাই) যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার সমূহ রক্ষা করে’ *(মুমিনূন ২৩/৮)*।

২. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا -

২. ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত সমূহকে তার যথার্থ হকদারগণের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়বিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে সর্বোত্তম উপদেশ দান করছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা’ *(নিসা ৪/৫৮)*।

৩. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ -

৩. ‘আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যাদের কাছে যদি তুমি ধনরাশি আমানত রাখ, তবুও সে তা তোমার নিকট ফেরৎ দিবে। পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যাদের কাছে একটিমাত্র দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) রাখলেও তা তোমাকে ফেরৎ দিবে না, যদি না তুমি তাদের মাথার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পার। কেননা তারা বলে যে, আমাদের উপর উম্মীদের (নিরক্ষর মুশরিকদের) কোন দায়-দায়িত্ব নেই (অতএব তাদের মাল আত্মসাৎ করা বৈধ)। এভাবে তারা জেনে-শুনে আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করে’ *(আলে ইমরান ৩/৭৫)*।

৪. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ - أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ -

৪. ‘যারা তাদের আমানত রক্ষা করে ও অঙ্গীকার পূর্ণ করে। যারা সত্য সাক্ষ্য দানে অটল থাকে। যারা তাদের ছালাতের হেফাযত করে। তারাই জান্নাতে সম্মানিত হবে’ *(মা‘রিজ ৭০/৩২-৩৫)*।

আমানতদারিতা

١. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِىُّ ﷺ فِى مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِىٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ، فَكَرِهَ مَا قَالَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ، حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ أَيْنَ أُرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَإِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ-

১. আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মজলিসে জনসম্মুখে কিছু আলোচনা করছিলেন। ইতোমধ্যে তাঁর নিকট জনৈক বেদুঈন এসে জিজ্ঞেস করল, ‘ক্বিয়ামত কখন সংঘটিত হবে?’ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাঁর আলোচনায় রত থাকলেন। এতে কেউ কেউ বললেন, লোকটি যা বলেছে তিনি তা শুনেছেন কিন্তু তার কথা পসন্দ করেননি। আর কেউ কেউ বললেন, বরং তিনি শুনতেই পাননি। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আলোচনা শেষে বললেন, ‘ক্বিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়?’ সে বলল, এই যে আমি, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, যখন আমানত নষ্ট করা হয় তখন ক্বিয়ামতের প্রতীক্ষা করবে। সে বলল, কিভাবে আমানত নষ্ট করা হয়? তিনি বললেন, ‘যখন কোন অনুপযুক্ত ব্যক্তির উপর কোন কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়, তখন তুমি ক্বিয়ামতের অপেক্ষা করবে’ *(বুখারী হা/৫৯)*।

٢. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ-

২. আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘যার মধ্যে চারটি আচরণ থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক বলে গণ্য হবে। আর যার মধ্যে সেগুলোর একটি আচরণ পাওয়া যাবে তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি চিহ্ন বিদ্যমান থাকবে, যতক্ষণ না সে তা পরিহার করে। (১) আমানত রাখা হলে তার খিয়ানত করে (২) যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে (৩) যখন কোন বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয় তখন তা ভঙ্গ করে এবং (৪) যখন বাক-বিতণ্ডা করে তখন বাজে কথা বলে’ *(বুখারী হা/৩৪; মুসলিম হা/৫৮; মিশকাত হা/৫৬)*।

ইসলাম ও বিজ্ঞানের আলোকে অক্সিজেন

মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

ভূমিকা :

আল্লাহ্র অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে বাতাস একটি অন্যতম নে'মত। বাতাস থেকেই শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করে থাকি। পৃথিবীর সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অক্সিজেন। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেনের বিকল্প নেই। হঠাৎ করে মাত্র ৫ সেকেণ্ড অক্সিজেন শূন্য হলে ভেঙ্গে পড়বে দালান কোঠাসহ কংক্রিটের সব স্থাপনা, পাহাড়-পর্বত এবং উঁচু উঁচু টাওয়ার। দূর আকাশে উড়তে থাকা বিমানগুলো মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়বে, সড়কে অচল হয়ে পড়ে থাকবে লাখো লাখো গাড়ি। গাছ-পালাগুলো সব শুকিয়ে যাবে। পরিবেশের হবে মহাবিপর্যয়। আল্লাহ্র নির্দেশে ফুসফুস প্রবাহিত বাতাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অক্সিজেন শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করে ঠিক রাখে আমাদের জীবন ঘড়িটাকে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে চালতে থাকে শ্বাস-প্রশ্বাসের এই লীলাখেলা। যদি নিজের থেকে হিসাব করে এই কাজটা করতে হত, তবে নিজের প্রয়োজনীয় কোন কাজই আমরা করতে পারতাম না, এমনকি ঘুমাতেও পারতাম না। এসবই মহান আল্লাহ্র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নে'মত। আল্লাহ বলেন, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 'তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন নে'মতকে অস্বীকার করবে? *(রহমান ৫৫/১৩)*।

আলোচ্য প্রবন্ধে অক্সিজেন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য উপস্থাপনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

১. গাছ আমাদের জীবন রক্ষায় অকৃত্রিম বন্ধু : আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকে অপূর্ব সুন্দর ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্য প্রায় পাঁচ লক্ষ প্রজাতির ঊর্ধ্বে উদ্ভিদরাজি আমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। এগুলো সবই আমাদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নে'মত। এগুলোর মধ্যে ধান, গম, ফল-

ফলাদি ও শাক-সবজি আমাদের খাদ্যের যোগান দিচ্ছে। তুলা জাতীয় গাছ পোশাকের যোগান দিচ্ছে। কোন কোন উদ্ভিদ তৈল-মশলার যোগান দিচ্ছে ও সুগন্ধি ছড়াচ্ছে। কোনটা ঔষধের যোগান আবার কোনটা দিচ্ছে গৃহ সরঞ্জামাদির। উদ্ভিদ ও বৃক্ষরাজি কেবল আমাদের ও গবাদি পশুর খাদ্য ও ঔষধের যোগান দেয় না বরং আমাদের জীবন রক্ষায় অকৃত্রিম বন্ধুর কাজ করে *(মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তাফসীরুল কুরআন, ৩০তম পারা, সূরা আবাসা ২৪-৩২ আয়াতের ব্যাখ্যা, ১১২-১১৩ পৃ.)*।

আল্লাহ মানুষের জন্য কিভাবে খাদ্য ও পানীয় যোগান দেন, তার বর্ণনা দিচ্ছেন। যাতে মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা ও পালকর্তা আল্লাহকে চিনে ও তাঁর অনুগত হয়। আল্লাহ বলেন, 'অতএব মানুষ একবার লক্ষ্য করুক তার খাদ্যের দিকে। আমরা কিভাবে তাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকি। অতঃপর ভূমিকে ভালোভাবে বিদীর্ণ করি। তারপর তাতে উৎপাদন করি খাদ্য-শস্য। আঙ্গুর ও শাক-সবজি। যায়তুন ও খেজুর। ঘন পল্লবিত উদ্যানরাজি এবং ফল-মূল ও ঘাস-পাতা। তোমাদের ও তোমাদের গবাদিপশুর ভোগ্যবস্তু হিসাবে' *(তাকভীর ৮১/২৪-৩২)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ 'লতাগুল্ম ও বৃক্ষরাজি (আল্লাহকে) সিজদা রত' *(রহমান ৫৫/০৬)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, 'সাত আসমান ও যমীন এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু তাঁর তাসবীহ পাঠ করে এবং এমন কিছু নেই যা তার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করে না; কিন্তু তাদের তাসবীহ তোমরা বুঝ না। নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ' *(বনী ইসরাইল ১৭/৪৪)*। আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ) গাছ লাগাতে ও ফসল ফলাতে উৎসাহিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কোন মুসলিম যদি কোন গাছ লাগায় বা ফসল ফলায় অতঃপর কোন মানুষ অথবা পশু-পাখি তা থেকে কিছু খেয়ে নেয় তাহলে মালিকের জন্য সেটি ছাদাক্বা হবে' *(বুখারী হা/২৩২০; মিশকাত হা/১৯০০)*। অতএব বৃক্ষরোপণ, রক্ষা ও প্রতিপালন করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

বাতাসে শতকরা ৭৭ ভাগ নাইট্রোজেন ও ২১ ভাগ অক্সিজেন থাকে। আল্লাহ্র হুকুমে গাছগুলো সারাদিন কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে ও অক্সিজেন ছাড়ে

এবং সারারাত অক্সিজেন গ্রহণ করে ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়ে। এভাবে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের পরিমাণ ঠিক থাকে। এই পরিমাণে তারতম্য ঘটলে শ্বাস-প্রশ্বাসে তারতম্য ঘটবে এবং প্রাণীজগৎ মারা পড়বে। উল্লেখ্য যে, মানুষ অক্সিজেন টানে ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়ে। কোন অবস্থাতেই মানুষ কার্বন-ডাই-অক্সাইড টানবে না। কারণ মানুষের নাককে সে নির্দেশ দেওয়া হয় নি। হঠাৎ কখনও অক্সিজেন না পেলে আপনা থেকেই মুখ গহ্বর হা করে হাই উঠে যায় এবং পরক্ষণেই অক্সিজেন এসে গেলেই মুখ বন্ধ হয়ে যায়। যদি অক্সিজেন ৫ মিনিট না আসত, তাহলে মুখের ঐ হা আর বন্ধ হত না। এভাবেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হত।

হে মানুষ! বৃক্ষরাজির এই অমূল্য অবদান কি কেউ ভুলতে পারবে? আল্লাহ যে সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা এটা কি তার অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ নয়? এজন্যই তো কুরআনের সার নির্যাস সূরায়ে ফাতিহার প্রথম আয়াতেই প্রতি ছালাতের প্রতি রাক'আতে আমরা পড়ি 'আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালকের জন্য *(তাফসীরুল কুরআন, ৩০তম পারা, ১১২-১১৩ পৃ.)*। একটা পূর্ণবয়স্ক গাছ বছরে গড়ে ১১৮ কেজি অক্সিজেন ছাড়ে এবং বছরে ২৩ কেজি কার্বন-ডাই-অক্সিজেন বাতাস থেকে শোষণ করে পাতা ও কাঠে পরিণত করে। দু'টো পূর্ণবয়স্ক গাছ ৪ জন মানুষের একটি পরিবারের সারা বছরের অক্সিজেনের চাহিদা পূরণ করতে পারে।

২. বিনামূল্যে অক্সিজেন পাওয়া জন্য আল্লাহ্র কৃতজ্ঞা স্বীকার : খাদ্য, পানীয় আর বায়ু ছাড়া প্রাণীজগতের অস্তিত্ব কামনা করা যায় না। খাবার ও পানীয় ছাড়া মানুষ বেশ কিছুদিন বেঁচে থাকলেও বায়ু অর্থ্যাৎ অক্সিজেন ছাড়া ৩ ঘণ্টা তো দূরের কথা ৩ মিনিটের বেশি বেঁচে থাকতে পারে না। মানুষ খাবার না খেয়ে সর্বোচ্চ ২০ দিন বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু পানি ছাড়া ২ দিনের বেশি বাঁচতে পারে না। মহাজ্ঞানী আল্লাহ উদ্ভিদরাজিকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি। আমাদের জীবন ধারণের জন্য গাছ-পালাকে মহামূল্যবান অক্সিজেনের ভাণ্ডার তৈরীর কাজে নিয়োজিত রেখেছেন। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ প্রতি মিনিটে গড়ে ১৭ বার শ্বা-প্রশ্বাস গ্রহণ করে থাকে। প্রতিবার শ্বাস গ্রহণে ০.০৫ লিটার

বাতাস শরীরে প্রবেশ করে। যা দ্বারা একটি দু'টি নয় ১০০০টি বেলুন অনায়াসে ফুলানো সম্ভব।

পরম করুণাময় আল্লাহ্র সুনিপুণ সৃষ্টি পরিকল্পনায় জীবন ধারণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বায়ুমণ্ডলে বিরাজমান সীমাহীন ভাণ্ডার থেকে প্রতি মুহূর্তে বিনামূল্যে অক্সিজেন সরবরাহের মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ বলেন, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ 'তোমাদের সব নে'মতই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে' *(নাহল ১৬/৫৪)*। অন্যত্রে তিনি বলেন, যদি তোমরা আল্লাহ্র নে'মতরাজি গণনা কর, তবে তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না' *(ইবরাহীম ১৪/৩৪)*। একজন মানুষ প্রতিদিন বাতাস থেকে কমপক্ষে ৫৬০ লিটার অক্সিজেন গ্রহণ করে থাকে। হাসপাতালের বেডে একজন শ্বাস কষ্টের রোগীকে প্রতি ঘণ্টায় সর্বনিম্ন ২০০ টাকা করে অক্সিজেনের বিল দিতে হয়। প্রতি দিন অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় তাকে নূন্যতম ৪৮০০ টাকা বিল পরিশোধ করতে হয়। জীবনের শুরু থেকে অদ্যাবধি আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার নে'মত অক্সিজেনের জন্য কত টাকা বিল বকেয়া হয়েছে কখনও তার হিসাব করেছ সোনামণিরা? আমরা খাবার, পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের বিল অর্থমূল্যে পরিশোধ করে থাকি। বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাসের বিল নিয়মিত পরিশোধ না করলে লাইন কেটে দেওয়া হয়। আল্লাহ রব্বুল আলামীন অক্সিজেনের বিল পরিশোধ না করলে যদি লাইন কেটে দিতেন অর্থাৎ অক্সিজেন বন্ধ করে দিতেন, তাহলে কেমন হত! আমাদের জীবন বায়ু থেমে যেত, আমরা সবাই মারা যেতাম। একটু চিন্তা করে দেখেছ কি?

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কি দেখ না, নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবকিছুকে আল্লাহ তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন? মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা কোনরূপ জ্ঞান, পথনির্দেশ বা উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই 'আল্লাহ' সম্পর্কে ঝগড়া করে' *(লোকমান ৩১/২০)*।

[চলবে]

শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা

মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

বর্তমান সমাজে উত্তম চরিত্রের অধিকারী মানুষের সংখ্যা খুবই কম। তাই আমরা উত্তম চরিত্রের কিছু নমুনা সোনামণিসহ সকলের জন্য পেশ করলাম, যাতে সেগুলো নিজের বাস্তব জীবনে অনুশীলনের মাধ্যমে সকলে উপকৃত হতে পারেন।

১. হৃদয় আকৃষ্টকারী ভাষা : যার সাথে কোন দিন দেখা বা কথা হয়নি এমন অপরিচিত মানুষের সাথে মানুষের পরিচয় ঘঠে কথার দ্বারা। এ কথা সরাসরি, ফোনের মাধ্যমে বা লেখনির মাধ্যমেও হতে পারে। কথার দ্বারাই মানুষের মন প্রাথমিক পর্যায়ে আকৃষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর সে নিকট থেকে নিকটতর হতে থাকে। সোনামণিদের কথা হবে মিষ্ট, মধুর, নম্র ও ভদ্র। বড়দের সাথে যে ভদ্রতা বজায় রেখে কথা বলবে। যেমন সে ভদ্রতার সাথে বড়দের সম্বোধন করবে এই বলে, শ্রদ্ধেয় আব্বু, আম্মু, চাচা-চাচী, মামা-মামী, খালু-খালা, ওস্তাদযী, বড় ভাইয়া, ভাইজান ইত্যাদি বলে। আবার ছোটদের আদরের সাথে ডাক দিবে স্নেহের সোনামণি, আদরের ছোট ভাইয়া, ছোট বোন ইত্যাদি বলে। সে কখনোই তাদের বোকা, গাধা ইত্যাদি বলে বকাবকি করবে না। তার কথা শুনেই অপরের মনের মধ্যে একটা ভালো ধারণা সৃষ্টি হবে। অপরপক্ষে কর্কশ কথার দ্বারাই মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের অবনতি হয়। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কর্কশভাষা পরিহার করে নম্রভাষী হতে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ 'আর আল্লাহ্‌র রহমতের কারণেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী কঠোর হৃদয়ের হতে তাহলে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত। কাজেই তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং যরূরী বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন তুমি

সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

আল্লাহ্র রহমতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন সর্বোত্তম মার্জিতভাষী। তিনি হাসিমুখে বিশুদ্ধ, মার্জিত ও সুন্দরভাবে কথা বলতেন। যা দ্রুত শ্রোতাকে আকৃষ্ট করত। আর একেই লোকেরা 'জাদু' বলত *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ৭৮১)*। তাঁর উন্নত ও শুদ্ধভাষিতায় মুগ্ধ হয়েই ইয়ামনের যেমাদ আযদী মুসলমান হয়ে যান *(মুসলিম হা/৮৬৮; মিশকাত হা/৫৮৬০)*।

নম্র, ভদ্র ও হৃদয় আকৃষ্টকারী উত্তম ভাষার পরিণাম জান্নাত। আবু মালেক আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَتَابَعَ الصِّيَامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ 'জান্নাতে এমন সবকক্ষ রয়েছে যার বাইরের জিনিস ভিতর থেকে এবং ভিতরের জিনিস বাইরে থেকে দেখা যায়। আল্লাহ এসব কক্ষ তৈরী করে রেখেছেন ঐসব ব্যক্তির জন্য, যারা অন্য ব্যক্তির সাথে নরম ভাষায় কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খাবার দেয়, নিয়মিত নফল ছিয়াম পালন করে এবং রাতে ছালাত আদায় করে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে *(বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান হা/২৮২৫; ইবনু হিব্বান হা/৫০৯; মিশকাত হা/১২৩২)*।

পক্ষান্তরে খারাপ ভাষার পরিণাম জাহান্নাম। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهَا يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ 'বান্দার কথায় কোন কোন সময় এমন বিষয় প্রকাশ পায়, যার কারণে সে জাহান্নামের এমন গভীরে নিক্ষিপ্ত হয়; যার দূরত্ব পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের সমান' *(বুখারী হা/৬৪৭৭; মিশকাত হা/৪৮১৩)*।

কথা ও ভাষার দ্বারা মানুষকে যে আঘাত করা হয় তার প্রভাব তরবারির আঘাতের চাইতেও দীর্ঘস্থায়ী। কেননা কথা দ্বারা যদি আঘাত করা হয়, তাহলে তার ক্ষত স্থায়ীভাবে থেকে যায়। তাই জনৈক কবি বলেন,

جراحات السنان لها التيام * و لا يلتام ما جرح اللسان

'তরবারির আঘাতের প্রতিষেধক রয়েছে, কিন্তু মৌখিক আঘাতের কোন প্রতিষেধক নেই'। তাই সোনামণিদেরকে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে নম্রভাষী হতে এবং কর্কশ, কঠোর ও অশ্লীল ভাষা সর্বোতভাবে পরিহার করতে বিশেষভাবে আহ্বান জানাই।

২. সুন্দর ও ভদ্র ব্যবহার : মানুষের মধ্যে পারস্পরিক আন্তরিকতা, হৃদ্যতা, ভালবাসা ইত্যাদি তৈরী হয় সুন্দর ও ভদ্র ব্যবহারের মাধ্যমে। পৃথিবীতে যত সুসম্পর্ক তৈরী হয়েছে তার সবগুলো সুন্দর ব্যবহার ও ভালো আচরণের সুতোয় বাঁধা থাকে। দুনিয়ায় আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নবী-রাসূলগণের সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ - وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ 'ভাল ও মন্দ কখনো সমান হতে পারে না। তুমি উত্তম দ্বারা (অনুত্তমকে) প্রতিহত কর। ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে যেন (তোমার) অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে। এই গুণের অধিকারী কেবল তারাই হতে পারে, যারা ধৈর্যধারণ করে এবং এই গুণের অধিকারী কেবল তারাই হতে পারে, যারা মহা ভাগ্যবান' *(হামীম সাজদাহ ৪১/৩৪-৩৫)*।

অতএব হে সোনামণিরা! তোমাদের সাথে কেউ মন্দ আচরণ করলেও তুমি তার সাথে মন্দ আচরণ করো না। বরং তার সাথে উত্তম আচরণ করো। তাহলে দেখবে একদিন সে তার ভুল বুঝতে পারবে এবং তোমাকে সাদরে গ্রহণ করবে ইনশাআল্লাহ। তুমি কখনো কোমল আচরণ থেকে দূরে থেকো না। জারীর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ 'যাকে কোমলতা থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাকে যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা হয়' *(মুসলিম হা/৬৭৬৩; মিশকাত হা/৫০৬৯)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فُلَانَةَ تُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّ فُلَانَةَ تُذْكَرُ قِلَّةَ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ . 'একদা এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে বেশি বেশি ছালাত আদায় করে, ছিয়াম পালন করে এবং ছাদাক্বা করে। কিন্তু সে কথা দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সে জাহান্নামে যাবে। লোকটি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আরেক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম ছিয়াম পালন

করে, সামান্য ছাদাকা করে এবং কম করে ছালাত আদায় করে। কিন্তু সে কথা দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সে জান্নাতে যাবে' *(আহমাদ হা/৯৬৭৩; বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান হা/৩৩৮৯; মিশকাত হা/৪৯৯২)*।

৩. হাস্যোজ্জ্বল চেহারা : আদর্শ সোনামণির অন্যতম গুণ হল তার হাস্যোজ্জ্বল চেহারা। এমন সোনামণিকে সকলে কাছে টেনে আদর করে। তার সাথে কথা বলে মনে শান্তি অনুভব করে। তাকে দেখলে কাছে পেতে ইচ্ছা করে। আবার এমনও মানুষ পৃথিবীতে বিদ্যমান, যাকে দেখলে মানুষ তার কাছে যেতে চায় না। তার কর্কশ ও রূঢ় কথাবার্তা এবং আচার-আচরণের কারণে যতসম্ভব মানুষ তাকে এড়িয়ে চলে। মনে হয় তার পিতা-মাতা ও অভিভাবক তার মুখে কখনো মধু দেয়নি। মিষ্টির স্বাদ সে কখনো আস্বাদন করেনি। ফলে তার মুখ থেকে যেন মিষ্ট কথা বের হতেই চায় না। হাশরের মাঠে এমন ব্যক্তির মান অত্যন্ত নিকৃষ্ট হবে। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা এক ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন তিনি ছাহাবীদেরকে বললেন, তোমরা তাকে অনুমতি দাও। সে নিজ গোত্রের খারাপ লোক। যখন সে বসল, তখন তিনি হাস্যোজ্জ্বর চেহারায় তার দিকে তাকালেন এবং মুচকি হেসে তার সাথে কথা বললেন। লোকটি চলে গেলে আয়েশা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি লোকটি সম্পর্কে প্রথমে এমন এমন কথা বললেন। অথচ তার সাথে হাসি মুখে কথা বললেন কেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তুমি আমাকে কখনো অশ্লীলভাষী পেয়েছ? ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট মর্যাদার দিক দিয়ে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে, যাকে মানুষ তার অনিষ্টের কারণে ত্যাগ করেছে' *(বুখারী হা/৬০৩২; মিশকাত হা/৪৮২৯)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন মুচকি হাসির প্রতীক। সোনামণিদেরকে তাঁর আদর্শে মুচকি হাসির মাধ্যমে সকলের মন জয় করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু হারেছ ইবনু জাযই (রাঃ) বলেন, مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেয়ে অন্য কাউকে অধিক মুচকি হাসি হাসতে দেখিনি' *(তিরমিযী হা/৩৬৪১; মিশকাত হা/৪৭৪৮)*।

৪. সরল ও ভদ্র হওয়া : একজন ঈমানদার মুত্তাকী বান্দার লক্ষণ হল, তিনি সরল-সোজা ও ভদ্র হবেন। তার চেহারায় সরলতার ভাব ফুটে উঠবে। তার কাছে মানুষ মনের কথা খুলে বলে মনের বোঝা কমাবেন। আর তিনি তাদেরকে শান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে মনের দুঃখ বেদনা দূর করে দিবেন। তিনি প্রয়োজন মাফিক কথা বলবেন। তিনি বাচাল হবেন না এবং ধূর্ত ও নিকৃষ্ট চরিত্রের হবেন না। সোনামণিদেরকে এমন গুণসম্পন্ন বিনয়ী মানুষ হতে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيمٌ 'মুমিন ব্যক্তি হয় সরল ও ভদ্র। আর পাপী ব্যক্তি হয় ধূর্ত ও হীন চরিত্রের' *(তিরমিযী হা/১৯৬৪; মিশকাত হা/৫০৮৫)*।

৫. বিনয় ও নম্রতা : বিনয় ও নম্রতা উত্তম চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। একজন চরিত্রবান ব্যক্তি অহংকারী ও উদ্ধত হতে পারেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন বিনয়ী ও নিরহংকার চরিত্রের মানুষ। তিনি সবাইকে মানুষ হিসাবে সমান মনে করতেন। উঁচু-নীচু ভেদাভেদ করতেন না। আজকাল অনেক অফিসের প্রধান তার সম্মানার্থে তার নিম্নস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে পসন্দ করেন। অনেকে আবার তাদেরকে বাধ্য করেন। কেউ তার সম্মানার্থে না দাঁড়ালে তাকে বিভিন্নভাবে শাস্তি দেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়াতে ছাহাবীগণকে নিষেধ করতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ 'ছাহাবায়ে কেরামের নিকট রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেয়ে প্রিয় ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন না। তবুও তাদের অবস্থা ছিল এই যে, যখন তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আগমন করতে দেখতেন, তাঁর সম্মানার্থে তারা দাঁড়াতেন না। কেননা তারা জানতেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটা পসন্দ করতেন না' *(তিরমিযী হা/২৭৫৪; মিশকাত হা/৪৬৯৮)*। এরকম আরো অনেক দিক রয়েছে যা উত্তম চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। ছোট থেকেই সোনামণিদেরকে এসব গুণাবলী অর্জন করতে হবে।

[চলবে]

জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ

রবীউল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

হালাল-হারামের উপর বিশ্বাসকারী

শরী'আতে হালালকৃত বিষয়সমূহকে হালাল এবং হারামকৃত বিষয়সমূহকে হারাম বলে জানা এবং সে অনুযায়ী আমলকারীও জান্নাতী হবে। জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহ্র রাসূল! أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَأَحْلَلْتُ الْحَلاَلَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ نَعَمْ 'যদি আমি ফরয ছালাত আদায় করি। রামাযানে ছিয়াম পালন করি, শরী'আতে হালালকৃত বিষয়সমূহকে হালাল বলে জানি এবং শরী'আতে হারামকৃত বিষয়সমূহকে হারাম বলে জানি। আর এর চেয়ে অধিক কোন কিছু না করি। তাহলে আমি কি জান্নাত পাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ' *(মুসলিম হা/১৫)*। আল্লাহ্র দেয়া হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম বলে বিশ্বাস করা প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

নবী, শহীদ, ছিদ্দীক (সত্যবাদী) ও নবজাত শিশু

নবী, শহীদ, ছিদ্দীক, মৃত্যুবরণকারী নবজাতক শিশু ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতকারী জান্নাতী হবে। কা'ব ইবনু ওজরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি কি জান্নাতী পুরুষদের কথা তোমাদেরকে বলব না? নবী, শহীদ, ছিদ্দীক, মৃত্যুবরণকারী নবজাতক শিশু, দূর থেকে স্বীয় মুসলিম ভাইকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দেখতে আসে এমন ব্যক্তি জান্নাতী' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮৭)*।

স্বামী ভক্ত ও অধিক সন্তান জন্মদানে কষ্ট সহ্যকারী নারী

কা'ব ইবনু ওজরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ اَلْوَلُوْدُ الْوَدُوْدُ الَّتِيْ إِذَا ظَلَمَتْ هِيْ أَوْ ظُلِمَتْ قَالَتْ : هَذِهِ يَدِيْ فِيْ يَدِكَ، لَا أَذُوْقُ غَمَضًا حَتَّى تَرْضَى 'আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী মহিলাদের ব্যাপারে অবগত করাব না? স্বীয় স্বামী ভক্ত,

অধিক সন্তান প্রসবে ধৈর্যধারণকারিণী, ঐ পবিত্রা নারী যে তার স্বামীর অত্যাচারে ধৈর্যধারণ করে বলে যে, আমার হাত তোমার হাতে, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষান্ত হবো না যতক্ষণ না তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হও' *(ছহীহুল জামে' হা/২৬০৪)*।

বাচ্চাদের মৃত্যুর উপর ধৈর্যধারণকারিণী

বিপদে ধৈর্যধারণ করার কোন বিকল্প নাই। তবে কিছু কিছু বিপদ এমন আছে, যেগুলোর উপর ধৈর্যধারণ করা খুবই কষ্টকর ও কঠিন। যেমন সন্তানের মৃত্যুবরণ। তারপরও যে ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চার মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ করবে, তার জন্য জান্নাত রয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদল আনছারী মহিলাকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لَا يَمُوتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ إِلَّا دَخَلَتْ الْجَنَّةَ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَوْ اثْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللهُ قَالَ أَوْ اثْنَيْنِ 'তোমাদের মধ্যে যার তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করে, আর সে তাতে ছওবের আশা নিয়ে ধৈর্যধারণ করে সে জান্নাতী হবে। তাদের মধ্যে এক মহিলা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি দু'জন মৃত্যুবরণ করে? তিনি বললেন, দু'জন মৃত্যুবরণ করলেও' *(মুসলিম হা/২৬৩২; মিশকাত হা/১৭৩০)*।

প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠকারী

যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, তার জান্নাতে প্রবেশে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কোন বাধা থাকবে না। আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَرَاءَ آيَةَ الْكَرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا اَنْ يَّمُوْتَ 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তার জন্য মৃত্যু ব্যতীত জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে আর কোন বাধা নেই' *(ছহীহ আত-তারগীব হা/১৫৯৫)*।

আয়াতুল কুরসী নিম্নরূপ :

اَللهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ، لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ، لَهُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَيْئٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَآءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلاَ يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ-

উচ্চারণ : *আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূম। লা তা'খুযুহু সেনাতুঁ ওয়ালা নাঊম। লাহূ মা ফিস্ সামা-ওয়াতে ওয়ামা ফিল আরয। মান যাল্লাযী ইয়াশফা'উ 'ইন্দাহূ ইল্লা বিইযনিহি। ইয়া'লামু মা বায়না আয়দীহিম ওয়ামা খালফাহুম, ওয়ালা ইউহীতূনা বিশাইয়িম্ মিন 'ইল্মিহী ইল্লা বিমা শা-আ; ওয়াসে'আ কুরসিইয়ুহুস্ সামা-ওয়া-তে ওয়াল আরয; ওয়ালা ইয়াঊদুহূ হিফযুহুমা ওয়া হুওয়াল 'আলিইয়ুল 'আযীম (বাক্বারাহ ২/২৫৫)।*

অর্থ : আল্লাহ তিনি যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক। কোন তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবকিছু তাঁরই মালিকানাধীন। তাঁর হুকুম ব্যতীত এমন কে আছে যে তাঁর নিকটে সুফারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখে ও পিছনে যা কিছু আছে সবকিছুই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসমুদ্র হতে তারা কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না, কেবল যতুটুকু তিনি দিতে ইচ্ছা করেন। তাঁর কুরসী সমগ্র আসমান ও যমীন পরিবেষ্টন করে আছে। আর সেগুলোর তত্ত্বাবধান তাঁকে মোটেই শ্রান্ত করে না। তিনি সর্বোচ্চ ও মহান'।

'লা-হাওলা ওলা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ' পাঠকারী

যে ব্যক্তি *'লা-হাওলা ওলা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ'* পাঠ করবে আল্লাহ তাকে জান্নাতের খনি দান করবেন। আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার এক সফরে আমরা নবী (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। যখন আমরা উঁচু স্থানে আরোহণ করতাম তখন উচ্চৈঃস্বরে *'আল্লাহু আকবার'* বলতাম। তখন নবী (ছাঃ) বললেন, হে লোকেরা! তোমরা নিজেদের জানের উপর দয়া কর। কারণ তোমরা কোন বধির অথবা অনুপস্থিতকে আহ্বান করছ না বরং তোমরা আহ্বান জানাচ্ছ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রোষ্টাকে। কিছুক্ষণ পর তিনি আমার কাছে এলেন, তখন আমি মনে মনে পড়ছিলাম, *'লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ'*। তখন তিনি বললেন, হে আব্দুল্লাহ ইবনু কায়েস! তুমি পড়বে, *'লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ'*। কারণ এ দো'আ হল জান্নাতের রত্ন ভাণ্ডারগুলোর একটি। অথবা তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন

একটি কথার সন্ধান দেব না, যে কথাটি জান্নাতের রত্ন ভাণ্ডার? তা হল, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ *'লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ* বলা'। অর্থাৎ নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত *(বুখারী হা/৬৩৮৪)*।

'সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহী' পাঠকারী

যে ব্যক্তি বেশি বেশি 'সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হবে। জাবের ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهُ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ 'যে ব্যক্তি *'সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহি'* (বড়ত্বের অধিকারী আল্লাহ তাঁর প্রশংসার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করছি) এ দো'আ পাঠ করে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হয়' *(তিরমিযী হা/৩৪৬৪)*।

অন্যায়ভাবে নিহত ব্যক্তি

অন্যায়ভাবে বা নির্যাতিত হয়ে যদি কোন ব্যক্তি নিহত হয়, তাকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাত দান করবেন। যেমন- কোন ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে অন্যায়ভাবে নিহত হল, তাকেও জান্নাত দান করা হবে। আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا فَلَهُ الْجَنَّةُ 'যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে অন্যায়ভাবে নিহত হল সে জান্নাতী' *(নাসাঈ হা/৪০৮৬)*।

অনিচ্ছাকৃত গর্ভপাত হওয়াতে ধৈর্যধারণকারী মহিলা

যে নারী অনিচ্ছাকৃত ও অকালে গর্ভপাত হওয়াতে ধৈর্যধারণ করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ক্বিয়ামতের দিন বাচ্চাটি তার মাকে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে। মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ 'ঐ সত্ত্বার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ। অনিচ্ছাকৃত গর্ভপাতের মাধ্যমে ভূমিষ্ঠ হওয়া বাচ্চা, তার মায়ের নাভি ধরে টেনে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তবে এ শর্তে যে, ঐ মহিলা ছওয়াবের আশায় তাতে ধৈর্যধারণ করেছিল' *(ইবনু মাজাহ হা/১৬০৯)*।

[চলবে]

দান ও নিয়তের ফলাফল

নাজমুন্নাহার
রসূলপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

দান-ছাদাক্বার ফলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। কারণ সম্পদশালী ব্যক্তিরা যখন দান করে তখন গরীবদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে দানকারী দান করে একদিকে নেকী পায়। অন্যদিকে ব্যবসায়ী অধিক মালামাল বিক্রি করে ব্যবসায় লাভবান হয়। অপর দিকে ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অনুৎসাহিত করেছেন। মানুষ যাতে কর্মমুখী হয়। পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অতঃপর যখন ছালাত সমাপ্ত হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় আর আল্লাহ্র অনুগ্রহ হতে অনুসন্ধান কর' *(জুম'আ ৬২/১০)*।

আবু কাবশাহ আনমারী (রাঃ) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, তিনটি বিষয় রয়েছে, যার উপরে আমি কসম করছি। আর আমি তোমাদের একটি হাদীছ বলব, যা তোমরা মুখস্থ রেখ। অতঃপর আমি যেগুলোর উপর কসম করছি, তা এই যে, (১) ছাদাক্বার ফলে বান্দার সম্পদ হ্রাস পায় না। (২) যুলুমের শিকার হয়ে বান্দা ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহ তার সম্মান বৃদ্ধি করে দেন। (৩) যে বান্দা চাওয়ার দুয়ার খুলে দেয়, আল্লাহ তার অভাবের দুয়ার খুলে দেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি যে হাদীছটি তোমাদের বলব, তা ভালভাবে স্মরণ রেখ। নিশ্চয়ই দুনিয়া মাত্র চার শ্রেণীর লোকের জন্য।

(১) এমন বান্দা, যাকে আল্লাহ মাল ও ইলম দান করেছেন। আর সে তা ব্যয় করতে স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে (অর্থাৎ অন্যায় পথে ব্যয় করে না)। সে আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করে এবং তাতে আল্লাহ্র হক সম্পর্কে জানে (অর্থাৎ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যথাস্থানে ব্যয় করে)। এ ব্যক্তি হল সর্বোত্তম মর্যাদার অধিকারী। (২) এমন বান্দা, যাকে আল্লাহ ইলম দিয়েছেন, কিন্তু মাল দেননি। কিন্তু সে সঠিক নিয়তে বলে যে, যদি আমার মাল থাকত,

তাহলে আমি অমুকের ন্যায় সৎকর্মে ব্যয় করতাম। এই দুই ব্যক্তির পুরস্কার হবে সমান। (৩) এমন বান্দা, যাকে আল্লাহ মাল দিয়েছেন, কিন্তু ইলম দেননি। ইলম না থাকার কারণে সে তার সম্পদের ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হয়। এতে সে আল্লাহকে ভয় করে না। আত্মীয়দের সাথে সম্পদের ব্যাপারে ভালো ব্যবহার রাখে না এবং নিজ সম্পদে আল্লাহ্র হক অনুযায়ী আচরণ করে না (অর্থাৎ হক পথে আয় ও ব্যয় করে না)। এ ব্যক্তি হল নিকৃষ্টতম স্তরের অধিকারী। (৪) এমন বান্দা, যার মালও নেই, ইলমও নেই, সে আকাঙ্ক্ষা করে বলে, যদি আমার কাছে মাল থাকত, তাহলে আমি তাতে অমুক ব্যক্তির মতো আচরণ করতাম। এই বান্দাও তার মন্দ নিয়তের কারণে তৃতীয় ব্যক্তির ন্যায় পাপী হবে। উভয়ের পাপ সমান' *(তিরমিযী হা/২৩২৫; মিশকাত হা/৫২৮৭)*।

শিক্ষা :

১. *আল্লাহ্র ইবাদত ও আনুগত্যপূর্ণ কাজ বেশি করলে সম্পদ বৃদ্ধির পায়।*

২. *নেকীর কাজে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে মাল-সম্পদ কামনা করলে তাতে ছওয়াব পাওয়া যাবে।*

৩. *হালাল রূযী অল্প হলেও তার উপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এতে আল্লাহ বরকত দান করবেন।*

৪. *দানের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি হয়। কারণ সম্পদশালী ব্যক্তিরা যখন দান করে তখন গরীবদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে দানকারী দান করে একদিকে নেকী পায়। অন্যদিকে ব্যবসায়ী অধিক মালামাল বিক্রি করে ব্যবসায় লাভবান হয়।*

৫. *মাযলুম ব্যক্তি যখন যালেমের অত্যাচারে ছবর করে তখন যালেমের অত্যাচার কমে যায়। ফলে সমাজে শান্তি নেমে আসে।*

৬. *যালেমরা পৃথিবীর ইতিহাসে চিরদিনই অপমানিত হয়েছে। নমরূদ, ফেরাঊন, হামান, ক্বারূন প্রমুখ যালেমরা চিরদিন লাঞ্ছিত এবং ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ) চিরদিন সম্মানিত। যুগে যুগে এটাই বাস্তব ও চিরন্তন সত্য।*

৭. *খালেছ অন্তরে আল্লাহ্র ইবাদত ও আখেরাতভীতি মানুষকে আত্মশুদ্ধিতা অর্জনে সাহায্য করে।*

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক।

পাপ ক্ষমা চেয়ে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য দো'আ :

رَبَّنَا اِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

উচ্চারণ : *রব্বানা ইন্নানা আমান্না ফাগফিরলানা জুনূবানা, ওয়া ক্বিনা আযাবান্নার।*

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি সুতরাং তুমি আমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা কর' *(আলে ইমরান ৩/১৮)*।

কুরআনের কতিপয় আয়াতের জওয়াব :

(১) 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা' ('আলা ৮৭/১)-এর জওয়াবে বলতে হয়- 'সুবহা-না রাব্বিয়াল আ'লা' (আমি আমার উচ্চ মর্যাদাবান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি) *(আহমাদ হা/২০৬৬; আবুদাঊদ হা/৮৮৩; মিশকাত হা/৮৫৯)*।

(২) সূরা আল-ক্বিয়ামাহ-এর শেষে জওয়াবে বলতে হয়- 'সুবহা-নাকা ফা বালা' (হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, হ্যাঁ তুমি মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম) *(বায়হাক্বী হা/৩৫০৭; আবুদাঊদ হা/৮৮৪)*।

(৩) 'ফাবি আইয়্যি আ-লা-ই রাব্বিকুমা-তুকাযযিবা-ন'(রহমান ৫৫/১৩)-এর জওয়াবে বলতে হয়- 'লা-বিশাইয়িম মিন নি'আমিকা রাব্বানা-নুকাযযিবু ফালাকাল হামদ' (প্রভু হে! আমরা তোমার কোন নি'আমতকেই অস্বীকার করি না, তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা) *(তিরমিযী হা/৩২৯১; মিশকাত হা/৮৬১)*।

(৪) সূরা আল-গাশিয়াহর শেষে জওয়াবে বলতে হয়- 'আল্লা-হুম্মা হা-সিবনী হিসা-বাই ইয়াসীরা' (হে আল্লাহ! আমার নিকট হতে সহজ হিসাব নিও) *(আহমাদ হা/২৪২৬১; মিশকাত হা/৫৫৬২)*। উল্লেখ্য, এটি শুধু সূরা গাশিয়ার সাথেই নির্দিষ্ট নয়। বরং ছালাতের মধ্যে যেখানেই হিসাব সংক্রান্ত আলোচনা আসবে সেখানেই পড়া যাবে।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রণীত 'ছহীহ কিতাবুদ্ দো'আ' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃ. ৩২-৩৪)।

লোভী ইঁদুর ও চাষী

তোফায়েল আহমাদ, ৯ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

একটি ছোট গ্রামে বাস করতেন এক বৃদ্ধ চাষী। তার ছিল কিছু কৃষি জমি। এ জমিতে তিনি ধানের চাষ করে জীবনধারণ করতেন। প্রতিবছর তার জমিতে প্রচুর ধান হত। কৃষক তার উৎপাদিত ধান বড় বড় বস্তায় ভরে ঘরের এক কোনায় রেখে দিতেন।

একদিন দু'টি ইঁদুর এই ধান দেখতে পেয়ে একটা পরিকল্পনা করল। তারা ঘরের দেয়ালে একটি গর্ত করল। কৃষক বাইরে চলে গেলেই ইঁদুরগুলো দু'টি গর্ত থেকে বেরিয়ে আসত এবং বস্তা ছিদ্র করে ধান বের করে নিজেদের গর্তে নিয়ে যেত। এভাবে দিন যেতে থাকল এবং এক সময় অনেক ধান তাদের গর্তে জমা হল। একদিন এক ইঁদুর অপর ইঁদুরকে বলল, শোনো বন্ধু! আমরা অনেক ধান জমা করেছি। বৃদ্ধ কৃষক জানার আগেই আমাদের ধান নেয়া বন্ধ করা উচিত। আর তা না হলে আমরা বিপদে পড়ে যেতে পারি।

দ্বিতীয় ইঁদুরটি বলল : তুমি এসব কি বলছ? আমরা কখনো এমন সুযোগ আর পাব না। কৃষক জানার আগেই চল আমরা আরো ধান সংগ্রহ করি। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

প্রথম ইঁদুরটি বলল : আমি আর তোমার সঙ্গে আসতে চাই না। কারণ আমি আমার জীবনকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে চাই না।

জবাবে দ্বিতীয় ইঁদুর বলল : তুমি তো আস্ত একটা ভীতু। আগামীকাল থেকে আমি একাই এখানে আসব এবং ধান নিয়ে গর্ত ভর্তি করব। তোমার মতো একজন ভীতু বন্ধুর আমার প্রয়োজন নেই। পরের দিন থেকে লোভী ইঁদুরটি তার নিজের জন্য আরো ধান সংগ্রহ করতে শুরু করল।

এদিকে বৃদ্ধ কৃষক মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তার ধানের বস্তাগুলো পরীক্ষা করে দেখবেন। ধানের বস্তার কাছে গিয়ে কৃষক দেখতে পেলেন সবগুলো

বস্তাতেই শুধু ছিদ্র আর ছিদ্র। এতে তার খুব রাগ হল। তিনি ইঁদুর ধরার জন্য একটি ফাঁদ তৈরী করে বস্তার কাছে পেতে রাখলেন। লোভী ইঁদুরটি যখন ধান নিতে বস্তার কাছে এল অমনি সেই ফাঁদে আটকা পড়ে গেল। তারপর কৃষকের হাতে জীবন চলে গেল লোভী ইঁদুরের।

শিক্ষা :

১. *অতি লোভ ভালো নয়।*

২. *লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।*

শক্তির পতন

ওছমান আলী, ৮ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

এক মাঠে একটি অহংকারী শক্তিশালী ষাঁড় ছিল। সে তার শক্তির কারণে অহংকার করত। সে মাঠে থাকা দুর্বল পশুদের উপরে অনেক অত্যাচার করত। তার শিংয়ের কারণে কোন প্রাণী তার কাছে ভিড়তে পারত না। সে সব সময় সবার উপরে থাকতে চাইতো।

একদিন সে দেখল যে, একটি ছাগল তার শিং দিয়ে একটি কলার গাছ ভেঙ্গে ফেলছে। তখন সে ভাবল যে, সে আমার চেয়ে অনেক দুর্বল হয়েও কলার গাছ ভাঙ্গছে। তাহলে আমি তার চেয়ে বড় গাছ ভেঙ্গে ফেলব। এ বলে সে শক্তি দেখানোর জন্য তার পাশে থাকা একটি বড় আমের গাছের দিকে দৌড়ে গিয়ে শিং দিয়ে আঘাত করল। সে এত জোরে আঘাত করল যে, আঘাত করার সাথে সাথে তার শিং মাথা থেকে উপড়ে গেল। তার মাথা ফেটে অনেক রক্ত ঝরল। ফলে সে রক্তশূন্য হয়ে মারা গেল।

শিক্ষা :

১. *অহংকার পতনের মূল।*

কবিতাগুচ্ছ

সোনামণির যত্ন

এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ
উপদেষ্টা, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা।

মায়ের কোলে ছোট্ট সোনামণি
দো'আ পড়ে শুনায় মা জননি।

আদর করে হাত বুলিয়ে
ডান কাতে দেয় ঘুমিয়ে।

রয়না কোন ডর
ফেরেশতা থাকে রাত ভর।

যে মা নবীগণের তরীকায়
করে সোনামণির যত্ন
ভদ্র হয়ে গড়ে উঠে
জাতির হয় রত্ন।

যদি মা শিখায় তা ধীনা ধীন
ঐ শিশু হয়ে উঠবে
বিজাতীয় বেদ্বীন।

আমরা যদি তৈরী করি
দ্বীনদার যোগ্য মাতা
আদর্শ শিশু উপহার পাব
জাতির হবে ছাতা।

এই আহ্বানই করে
সোনামণি সংগঠন
আদর্শ জাতি গঠন করতে
আদর্শ শিশু ও মায়ের প্রয়োজন।

অগ্রগামী সোনামণি

রাকীবুল ইসলাম
গাংনী, মেহেরপুর।

সোনামণি এসো সুন্দর পৃথিবী গড়ি
পৃথিবীকে জানতে পড়ি আর পড়ি।
জ্ঞানের আলো যবে পড়বে ধরায়
শুদ্ধ হয়ে যাবে পৃথিবী বলয়।

আপন প্রভু সেদিন চিনবে সবাই
মুসলিম সকলে হবে ভাই ভাই।
প্রভুর আদেশ নিষেধ মানবে সবাই
যুলুম অবিচার সব নেবে বিদায়।

সোনামণি এসো সুন্দর পৃথিবী গড়ি
সোনালী ইতিহাসগুলো একটু পড়ি।
সাহস জোগাবে মনোবল বাড়াবে মোদের
সোনালী অতীত ক্ষুধা মিটাবে মনের।

পৃথিবীর সব ঘোর কাটবেই একদিন
তোমার জীবন ক্ষণে ফিরবে সুদিন।
পৃথিবী হাসবে মনে রাখবে তোমায়
থেমোনা কখনো আসুক যত বাধাই।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাওয়াত ছিল প্রথকে আক্বীদা সংশোধনের। তাই আমাদেরকে আক্বীদায় হতে হবে মযবূত ও আচরণে থাকতে হবে নরম

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ১০টি পর্বত

মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক, ছানাবিয়া ১ম বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৫. Makalu (মাকালু)

নেপাল ও চীনের মধ্যকার সীমান্তে দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে মাকালুর অবস্থান। এর ৮,৪১৮ মিটার (২৭,৮২৫ ফুট) উচ্চতা একে পৃথিবীর পঞ্চম সর্বোচ্চ পর্বতগুলোর মাঝে একটি হতে সাহায্য করেছে। মাকালু পাহাড়টির আকৃতি অনেকটা পিরামিড এর মতো দেখতে। মাকালুর চারপাশের চারটি খাড়া কোণা একে দেখতে আরো আকর্ষণীয় করেছে। ১৯৫৪ সালে রাইলি কিগান নামে এক পর্বত আরোহীর নেতৃত্বে আমেরিকার একদল পর্বতারোহী প্রথম মাকালুতে আরোহণ করেন।

৬. Cho Oyu (চো ওইয়ু)

পৃথিবীর ৬ষ্ঠ সর্বোচ্চ পর্বত চো ওইয়ু সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮,২০১ মিটার (২৬,৯০৬ ফুট) উঁচুতে অবস্থিত। মাউন্ট এভারেস্ট থেকে ২০ কি.মি. পশ্চিমে হিমালয় এর Khumbu উপবিভাগের পশ্চিমতম অঞ্চলকে এর সর্বোচ্চ শিখর ধরা হয়।

৭. (দৌলগিরি) Dhaulagiri

প্রায় ২৬,৭৯৫ ফুট (৮,১৬৭ মিটার) লম্বার এই পর্বত পৃথিবীর সপ্তম উঁচু পাহাড়। নেপালের উত্তরে এর অবস্থান। একে শ্বেত পাহাড় নামেও ডাকা হয়, কারণ ১২ মাসই এটি শ্বেত বরফে ঢাকা থাকে। দৌলগিরির দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল উভয়ই বিশাল খাদ বিশিষ্ট; প্রতিটি খাদ তার ভিতর থেকে ৮০০০ মিটার উপরে বৃদ্ধি পেয়ে আবার নীচে নেমে গিয়েছে যা এর ভয়ংকর রূপকে আরো দৃঢ় করেছে। মজার ব্যপার হল প্রায় ৩০ বছর যাবত মানুষ এটিকেই পৃথিবীর সর্বোচ্চ চূড়া হিসাবে জানতো! পরে এই ভুল ভাঙ্গে।

৮. Manaslu (মানাসলু)

নেপালের পশ্চিম-কেন্দ্রীয় অংশে নেপালের হিমালয় অঞ্চলের মনসিশি হিমালের মধ্যে মানাসলু অবস্থিত। এটি পৃথিবীর অষ্টম সর্বোচ্চ চূড়া। ১৯৫৬ সালের ৯ই জুন তোশিও ইমিশিনি এবং গিয়ালজেন নররু নামে জাপানী দুই ভদ্রলোক প্রথম মানাসলুর বুকে আরোহণ করেন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা প্রায় ২৬ হাযার ৭৮১ ফুট যা প্রায় ৮,১৬৩ মিটারের সমান!

৯. Nanga Parbat (নাঙ্গা পর্বত)

নাঙ্গা পর্বত পৃথিবীর নবমতম লম্বা পর্বত এবং এর উচ্চতা প্রায় ২৬,৬৬০ ফুট (৮,২৬৬ মিটার)। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের দিকে এটি 'কিলার মাউন্টেন' নামে পরিচিত ছিল। কারণ এর পথ যাত্রা মানুষের নিত্য মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এখন এটিকে উর্দূতে উলঙ্গ পর্বত নামেই ডাকা হয়! আর মজার ব্যাপার হল এই পাহাড়টি পাকিস্তানের গিল্গিত-বালতিস্তান অঞ্চলের ডাইমিরেতে অবস্থিত; কিন্তু আপনি যদি এর চূড়ায় উঠতে পারেন তখন কিন্তু আপনি পাকিস্তানের সীমানার বাহিরে!

১০. Annapurna (অন্নাপূর্ণা)

নেপালের হিমালয় পর্বত মালার উত্তর-কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অন্নাপূর্ণার অবস্থান। হিমালয়ের বিস্তৃত পর্বত মালার মাঝে উত্তরাঞ্চল-এর সর্বোচ্চ চূড়াকেই অন্নাপূর্ণা নামে ডাকা হয়। এই মায়াবিনী অন্নাপূর্ণা দখল করে রেখেছে পৃথিবীর ১০ম সর্বোচ্চ পর্বত মালার আসন। এর আনুমানিক উচ্চতা ২৬,৫৪৫ ফুট বা ৮,০৯১ মিটার। বিশ্বের বিপদজনক কিছু পাহাড় ট্র্যাকিং লিস্টে অন্নাপূর্ণার অবস্থান প্রথম দিকেই। আর হিসাব মতে অন্নাপূর্ণার পথে যারা এ পর্যন্ত যাত্রা করেছেন তাদের মাঝে মৃত্যুর হার প্রায় ৪০%! তবে সূর্য ডুবার সময় অন্নাপূর্ণাকে দিয়ে যায় এক মায়াবিনী চেহারা। যার টানেই হয়তো মানুষ মৃত্যুর ভয় না করে ছুটে চলে অন্নাপূর্ণার পথে।

টমাস আলভা এডিসন

আবু হানীফ
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

জন্ম : টমাস আলভা এডিসন **১৮১৭** সালের **১১ই** ফেব্রুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও (Ohio) মিলানে জন্মগ্রহণ করেন এবং মিশিগান রাজ্যের পোর্ট হুরনে বড় হন। তার বাবার নাম স্যামুয়েল অগডেন এডিসন এবং মায়ের নাম ন্যান্সি ম্যাথিউস এলিয়ট। তিনি বাবা-মার সপ্তম এবং সর্বকনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন।

বিবাহ ও সন্তান : **১৮৭১** সালের ২৫শে ডিসেম্বর টমাস আলভা এডিসন **১৬** বছর বয়সী মেরী স্টিলওয়েলকে বিয়ে করেন এবং প্রথম স্ত্রী মারা গেলে তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন ২০ বছর বয়সী মিনা মিলারকে। তাদের মোট ৬টি পুত্র ও কন্যা সন্তান ছিল।

শিক্ষা জীবন : টমাস আলভা এডিসনের স্কুল জীবন ছিল মাত্র **১২** সপ্তাহ বা তিন মাসের মতো। তিনি এতই দুষ্টু আর লেখাপড়ায় অমনোযোগী ছিলেন যে, স্কুল থেকে প্রতিদিন তাঁর মায়ের নিকট অভিযোগ আসতে শুরু করল। হঠাৎ একদিন স্কুল কর্তৃপক্ষ একটা চিঠি এডিসনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এটা তোমার মাকে দিও। চিঠি পেয়ে তার মা কী জানি ভাবছিলেন অশ্রু সজল দৃষ্টিতে। মায়ের চোখে অশ্রু দেখে এডিসন তার মাকে জিজ্ঞেস করল, আম্মু কাঁদছ কেন? তার মা বললেন, এটা আনন্দের অশ্রু বাবা! তারপর এডিসনের সামনে তার মা উচ্চৈঃস্বরে চিঠিটি পড়ে শুনালেন, আর বললেন, চিঠিতে লেখা আছে যে, আপনার ছেলে খুব মেধাবী। এই স্কুলটি তার জন্য অনেক ছোট এবং তাকে শেখানোর মত যথেষ্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক আমাদের এখানে নেই। দয়া করে আপনি নিজেই তার শিক্ষার ব্যবস্থা করুন। চিঠির কথা শুনে এডিসনের চোখ আনন্দ অশ্রুতে ভরে উঠেছিল।

তারপর থেকে তিনি মায়ের কাছেই শিক্ষা নেওয়া শুরু করেন। এরপর অতিবাহিত হয়েছে অনেক বছর। টমাস আলভা এডিসন হয়ে উঠেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী, শিল্পপতি এবং মার্কেটিং জগতে সফল উদ্যোক্তা। তখন তার মা জীবিত ছিলেন না। নিজের চোখে দেখতে পারেননি সন্তানের বিশ্বজোড়া সাফল্যগাথা।

একদিন কোন কাজে পুরোনো কাগজ নাড়াচাড়া করছিলেন এডিসন। ভাঁজ করা এক কাগজের দিকে হঠাৎ চোখ পড়ল তাঁর। তিনি দেখতে পেলেন সেই ছোটবেলার স্কুলের চিঠি, যা তার মাকে দেওয়া হয়েছিল। তিনি হাতে তা নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। সেটা পড়তে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল অদ্ভুত এক অনুভূতির! অজানা এক ব্যথায় তাঁর বুক ভেসে গিয়েছিল চোখের পানিতে। সেই চিঠিতে লেখা ছিল- 'আপনার সন্তান স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন। সে এই স্কুলে পড়ার উপযুক্ত নয়। আমরা কোনভাবেই তাকে আমাদের স্কুলে আর আসতে দিতে পারিনা। তারপর এডিসন তাঁর ডায়রিতে লিখেন, টমাস আলভা এডিসন একজন স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন শিশু ছিলেন। একজন আদর্শবান মায়ের অনুপ্রেরণায় তিনি শতাব্দীর সেরা মেধাবী হয়ে উঠেন।

আমরা অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলছি, অনেক সময় সোনামণিরা যখন পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ করে তখন তাদেরকে নানা রকম ভয় দেখানো, অপমান, এমনকি শাসনের নামে অমানুসিক নির্যাতন করা হয়। তাছাড়াও আশেপাশের লোকজন ও আত্মীয়-স্বজনদের কটু কথা তো আছেই। বাবা-মায়ের অমানুসিক নির্যাতন এবং আশেপাশের লোকজনদের কটু কথায় তাদের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এক পর্যায়ে তারা আত্মহত্যার মতো এক মহাপাপের পথ বেছে নেয়, যা পত্র-পত্রিকাগুলোতে বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল বের হওয়ার পর এমন আত্মহত্যার ঘটনা প্রকাশিত হয় প্রতিনিয়ত। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি গলায় ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করবে, তাকে ফাঁসি দিয়ে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি বর্শা দ্বারা আত্মহত্যা করবে, তাকে সেভাবেই জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে' *(বুখারী হা/১৩৬৫; মিশকাত হা/৩৪৫৪)*। এসব ঘটনার জন্য অনেকাংশে দায়ী তো আমরাই। আমাদের উচিত দোষারোপ ও লাঠির শাসনের আগে ভালবাসার শাসন করা। কেননা লাঠির শাসন অনেক সময় ভালবাসার শাসনের কাছেও হার মানে। আমরা সোনামণিদেরকে দোষারোপ না করে যদি তাকদীরের উপর বিষয়টিকে ছেড়ে দেই, আর তাকদীরকে মেনে নিয়ে তাদেরকে ভালবাসার শাসন এবং অনুপ্রেরণা দেই তাহলে তাদের জীবনও হয়তো এক নতুন দিকে মোড় নিবে। তাই তো কবি বলেছেন,

'একবার না পারিলে দেখ শতবার'।

টমাস আলভা এডিসনের প্রধান প্রধান আবিষ্কার : তার অনেকগুলো আবিষ্কারের মধ্য হতে প্রধান আবিষ্কার হল, বৈদ্যুতিক বাল্ব, আধুনিক ব্যাটারী, কিনটোগ্রাফ ক্যামেরা তথা প্রথম যুগের ভিডিও ক্যামেরা, সাউন্ড রেকর্ডিং ইত্যাদি। এসবের বাইরেও তিনি ছোট-বড় অনেক কিছু আবিষ্কার করেছেন। ১০৯৩টি সফল আবিষ্কারের পাশাপাশি ৫০০ থেকে ৬০০টি অসফল আবিষ্কারও তিনি করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, তিনি বৈদ্যুতিক বাল্ব আবিষ্কার করতে গিয়ে ১০০০ (এক হাযার বার) ব্যর্থ হয়েছেন। তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি বলব না আমি ১০০০ (এক হাযার বার) ব্যর্থ হয়েছি, বরং আমি বলব যে, আমি হারার ১০০০টি কারণ বের করেছি অর্থাৎ আমি সফল হওয়ার ১০০০টি কারণ বের করেছি। এজন্যই টমাস আলভা এডিসনকে আধুনিক বৈদ্যুতিক বাতির জনক বলা হয়। তিনি ব্যর্থতার মাঝেও সফলতাকে খুঁজে পেয়েছেন। তিনি হেরে যাননি, থেমে না গিয়ে চেষ্টা করে গেছেন। তাঁর কাছ থেকে অবশ্যই অনুপ্রেরণা নেয়া যায়। টমাস আলভা এডিসন তার আবিষ্কারের ব্যাপারে বলেন, আমি গর্বিত যে, আমি কখনো এমন কিছু আবিষ্কার করিনি যা দিয়ে খুনের মতো জঘন্য কাজ করা যায়।

সফলতার জন্য এডিসনের আপ্রাণ প্রচেষ্টা : বাবা চাইতেন ছেলে সাহিত্যিক হোক। তাই তিনি সে কালের বিভিন্ন রুচিশীল সাহিত্যের বই ছেলের জন্য নিয়ে আসতেন। এমনকি ছেলের সঙ্গে সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়েও আলোচনা করতেন। তবে এডিসনের সবচেয়ে ভালো বিষয় ছিল বিজ্ঞান, বিশেষ করে রসায়ন। ছোটবেলাতেই নিজে নিজে একটি ল্যাবরেটরীও তৈরী করেছিলেন। পিতার কাছ থেকে এডিসন যা হাত খরচ পেতেন তাতে তাঁর ল্যাবরেটরীর খরচ জোগানো কঠিন হয়ে যেত, তাই তিনি শুরু করলেন ফেরি করা। ট্রেনে ফেরি করে তিনি বাদাম, চকোলেট ইত্যাদি বিক্রি করতেন। পরে শুরু করেন সংবাদপত্র বিক্রি করা। এক পর্যায়ে খবরের চাহিদা বেশি হওয়ায় নিজেই একটি পত্রিকা প্রকাশ করা শুরু করলেন। নাম দিলেন 'হেরাল্ড'। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি এই কাজ শুরু করেন। রেলে খবরের কাগজ বিক্রি করতে গিয়ে তিনি দেখলেন একটি খালি কামরা

অব্যবহৃত পড়ে আছে। তখন সেটাকেই তিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে নিজের ল্যাবরেটরিতে রূপান্তর করলেন। তিনি বলেন, কাল আমার পরীক্ষা। কিন্তু এটা আমার কাছে বিশেষ কোন ব্যাপারই না, কারণ শুধুমাত্র পরীক্ষার খাতার কয়েকটা পাতাই আমার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে পারে না।

এডিসনের জনপ্রিয়তা : ১৯২১ সালে তাঁর বয়স ৭৫ বছর পূর্ণ হয়। নিউইয়র্কের টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত হয় আমেরিকার মধ্যে সব চাইতে জনপ্রিয় ব্যক্তি কে, তা যাচাইয়ের জন্য একটি সমীক্ষা করা হবে। ফলাফল অনুসারে দেখা যায়, সব চাইতে জনপ্রিয় ব্যক্তি টমাস আলভা এডিসন। ফ্রান্সে তাঁকে দেওয়া হয় 'কমাণ্ডার অব লিজিয়ন অনার' উপাধি, ইতালিতে তাকে 'কাউন্ট' উপাধি দেওয়া হয়। তাঁর নিজ দেশ আমেরিকায় তিনি দেশসেবার জন্য স্বর্ণপদক সহ বহু পুরস্কার পেয়েছেন, ভূষিত হয়েছেন বহু সম্মানজনক উপাধিতে। সরকার এডিসনের ছবি ও তাঁর আবিষ্কৃত প্রথম বৈদ্যুতিক বাল্বের ছবি দিয়ে ডাকটিকিট বের করেছিল।

মৃত্যু : ১৯৩১ সালের ১৮ই অক্টোবর ৮৪ বছর বয়সে টমাস আলভা এডিসন মৃত্যু বরণ করেন।

শেষ কথা : সারা পৃথিবীকে আলোকিত করার স্বপ্ন তিনি নিজ হাতে পূরণ করে গেছেন। আজকের দিনের আধুনিক প্রযুক্তির ভিত্তি যে কয়জন মানুষের হাতে গড়া, তাঁদের মাঝে টমাস আলভা এডিসন নিশ্চই সেরাদের একজন।

তাই অভিভাবকদের উচিত তার অভিভাবকের মতো সন্তানকে লেখাপড়া সহ ভালো কাজে নিরুৎসাহিত না করে উৎসাহিত করা।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'জান্নাতে একজন ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। তখন সে বলবে, এটা কি করে পেলাম? তখন তাকে বলা হবে, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার কারণে'

(ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬০; ছহীহাহ হা/১৫৯৮)।

দেশ পরিচিতি

পূর্ব তিমুর

দেশটি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত।

সাংবিধানিক নাম : ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব তিমুর-লিস্ট।

রাজধানী : দিলি।

আয়তন : ১৫,০০৭ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যা : ১৪ লক্ষ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : ২.২%।

ভাষা : পর্তুগিজ ও তিতুম।

মুদ্রা : ইউএস ডলার।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় : বৌদ্ধ (৯৯.৬%)।

প্রধান নদী : সেলেঙ্গে নদী।

প্রাচীনতম মসজিদের নাম ও নির্মাণকাল : ইসমেহান সুলতান মসজিদ ১৫৭৫ সালে।

স্বাক্ষরতার হার (১৫+) : ৫৮%।

মাথাপিছু আয় : ৭,৫২৭ মার্কিন ডলার।

গড় আয়ু : ৬৩.৩ বছর।

সরকার পদ্ধতি : সংসদীয় গণতন্ত্র।

স্বাধীনতা লাভ : ২০শে মে ২০০২ সাল।

জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ : ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০০২ সাল।

[সূত্র : নতুন বিশ্ব ৪৯তম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০২০, ৯ পৃ.]

'আল্লাহ্র নিকটে মযলূম মুমিনরাই প্রকৃত বিজয়ী এবং যালেমরা সর্বদা পরাজিত'

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

যেলা পরিচিতি

বরিশাল

প্রতিষ্ঠা : ১লা মার্চ ১৭৯৭ সাল।

সীমা : উত্তরে চাঁদপুর, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর; দক্ষিণে ঝালকাঠি, বরগুনা ও পটুয়াখালী; পূর্বে লক্ষ্মীপুর ও ভোলা এবং মেঘনা নদী; পশ্চিমে পিরোজপুর, ঝালকাঠি ও গোপালগঞ্জ যেলা অবস্থিত।

আয়তন : ২,৭৮৪.৫২ বর্গ কিলোমিটার।

উপযেলা : ১০টি। বরিশাল সদর, বাকেরগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, মেহেন্দীগঞ্জ, মুলাদী, উজিরপুর, হিজলা, আগৈলঝাড়া, গৌরনদী ও বানারীপাড়া।

পৌরসভা : ৬টি। মুলাদী, বানারীপাড়া, বাকেরগঞ্জ, গৌরনদী, মেহেন্দীগঞ্জ ও উজিরপুর।

ইউনিয়ন : ৮৫টি।

গ্রাম : ১,১১৬টি।

উল্লেখযোগ্য নদী : মেঘনা, আড়িয়াল খাঁ, বিশখালী, কীর্তনখোলা, তেঁতুলিয়া, কালাবদর প্রভৃতি।

উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান : সংগ্রাম কেল্লা, জোড়া মসজিদ (ভাঁটিখানা), শের-এ-বাংলা জাদুঘর (চাখার), অক্সফোর্ড মিশন (বগুড়া রোড), কীর্তখোলা গার্ডেন (চানমারী), শংকর মঠ (নতুন বাজার), জমিদার বাড়ী (মাধপ পাশা), লন্টা বাবুর দীঘি (লাকুটিয়া) প্রভৃতি।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব : শেরে বাংলা এ কে (আবুল কাসেম) ফযলুল হক (অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী), সৈয়দ আযীযুল হক (রাজনীতিবিদ), মেজর মুহাম্মাদ আব্দুল জলীল (৯নং সেক্টর কমাণ্ডার), বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, ড. কামাল হোসাইন (রাজনীতিবিদ), আব্দুর রহমান বিশ্বাস (সাবেক রাষ্ট্রপতি), আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (কবি), আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী (লেখক), কুসুমকুমারী দাশ (কবি), জীবনানন্দ দাশ (কবি), কবি সুফিয়া কামাল (পৈতৃক নিবাস কুমিল্লা), আলতাফ মাহমূদ, রুদ্র মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ। *[সূত্র : নতুন বিশ্ব ৪৯তম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০২০, ১২৮ পৃ.]*

সংগঠন পরিক্রমা

কেন্দ্রীয় কার্যালয়, নওদাপাড়া, রাজশাহী ১০ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর সোনামণি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে করোনা মহামারির কারণে যেলা পরিচালক/সহ-পরিচালকদের সমন্বয়ে নিয়মিত মাসিক বৈঠক জুম মিটিং এ্যাপের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ভার্চুয়াল বৈঠকে কেন্দ্রে সরাসরি উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র'-এর কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম, আবু হানীফ, মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম ও আবু তাহের। এছাড়া জুম মিটিং এ্যাপের মাধ্যমে স্ব স্ব যেলা থেকে অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন (সিরাজগঞ্জ) ও বেলাল হোসাইন (রংপুর)। কেন্দ্রীয় পরিচালকের উদ্বোধনী বক্তব্যের পর এজেন্ডাভিত্তিক বৈঠক পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। মাগরিব ছালাতের আগ পর্যন্ত উক্ত বৈঠক চলে। বৈঠকে যেলা পরিচালক/সহ-পরিচালকদের মধ্যে ২৮ জন স্ব স্ব যেলা থেকে যোগদান করেন।

শিমুল দাইড়, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ, ৩রা আগস্ট রবিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার কাযীপুর উপযেলাধীন শিমুল দাইড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সোনামণি পরিচালক আবু রায়হানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ–পরিচালক মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক নাঈমুর রহমান ও 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক আব্দুর রহীম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আবু জিহাদ ও জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুর রহীম।

সমসপুর, বাগমারা, রাজশাহী ৮ই আগস্ট শনিবার : অদ্য বাদ ফজর যেলার বাগমারা উপযেলাধীন সমসপুর হাফেযিয়া মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার শিক্ষক হাফেয মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন হাট গাঙ্গোপাড়া এলাকা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক ইসমাইল আলম ও রাগিব সোহবাত ছাকিব। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ ছালাহুদ্দীন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে বকুল ইসলাম।

শিশুর বসার দিকে নযর রাখুন

ডা. মেহেরুন নেসা
ফিজিওথেরাপি ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ।

ছোট বাচ্চারা প্রায়ই ইংরেজী অক্ষর ডব্লিউর আকৃতিতে পা ছড়িয়ে বসে। এ সময় দুই হাঁটু ভাঁজ করে পেছনের দিকে এবং পা ঊরুর অংশের বাইরে থাকে। একে ডব্লিউ সিটিং পজিশন বলে।

এটি তারা মূলত ভারসাম্য ও আরামের জন্য করে থাকে। অল্প সময়ের জন্য যদি এভাবে বসে, তাহলে শরীরে তেমন সমস্যা হবে না। কিন্তু দীর্ঘ সময় এভাবে বসার ফলে নানা ধরনের জটিলতা দেখা দিতে পারে। তাই অভিভাবকদের এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

কেন শিশুরা ডব্লিউ সিটিং পজিশনে বসে?

- ❖ শিশুদের যদি মেরুদণ্ড ও পেটের মাংসপেশি দুর্বল হয়।
- ❖ যদি শিশুদের ঊরুর সন্ধিতে গঠনগত কোন সমস্যা (ফিউমোরাল অ্যান্টিভারসন) থাকে।
- ❖ শিশুর যদি ভারসাম্য ও শরীরের সমন্বয়ের কোন সমস্যা থাকে। অনেক সময় শিশুরা আরামের জন্য এই পজিশন বেছে নেয়।

ডব্লিউ সিটিং পজিশনের ক্ষতিকর দিক

দীর্ঘদিন শিশুদের ডব্লিউ সিটিং পজিশনের কারণে কিছু শারীরিক জটিলতা তৈরি হতে পারে।

- ❖ হাঁটু, ঊরু বা নিতম্বের সন্ধি স্থানচ্যুত হয়ে যেতে পারে।
- ❖ মেরুদণ্ডের কার্যক্ষমতা বা মুভমেন্ট কমে যেতে পারে।
- ❖ শরীরের ওপরের অংশ, যেমন পেটের ও পিঠের মাংসপেশিগুলোর কার্যক্ষমতাও কমে যেতে পারে। এতে পরবর্তী সময়ে বাচ্চার স্বাভাবিক বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

❖ দীর্ঘক্ষণ এভাবে বসে থাকার ফলে শিশুর কোমর ব্যথা হতে পারে।

❖ হাঁটাচলা করতে এবং দৈনন্দিন কাজ করতে সমস্যা হতে পারে।

❖ দীর্ঘক্ষণ এভাবে বসার কারণে পায়ের মাংসপেশিগুলো শক্ত ও দৈর্ঘ্যে ছোট হয়ে যায়, ফলে শিশুর বিভিন্ন ধরনের কাজ, যেমন দৌড়ানো, লাফানো, বেয়ে ওপরে ওঠা, গাড়ি চালানো ইত্যাদিতে কষ্ট হয়।

❖ যেহেতু মেরুদণ্ডের নড়াচড়া কমে যায়, তাই শরীরের দুই পাশের ভারসাম্য বজায় রাখতে সমস্যা হয়।

অভিভাবকদের করণীয়

অভিভাবকদের খেয়াল রাখতে হবে, তাদের বাচ্চারা যাতে এভাবে দীর্ঘ সময় বসে না থাকে। এভাবে বসার পরিবর্তে তাদের ক্রস সিটিং, পা লম্বা করে বসা, এক পাশ হয়ে বসা, হাঁটু ভাঁজ করে বসা, ছোট বেঞ্চের ওপরে বসা ইত্যাদির অভ্যাস তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনে শিশুদের এভাবে বসার বিষয়ে অভিভাবক নিজে দেখিয়ে দেবেন বা বিভিন্ন ইসলামিক কার্টুনের মাধ্যমেও শেখাবেন।

[দৈনিক প্রথম আলো, ওয়ানলাইন ভারসন, ২০ অগাস্ট ২০২০]

হযরত ছুহায়েব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিনের ব্যাপারটি বড়ই বিস্ময়কর। তার সমস্ত বিষয়টিই কল্যাণময়। মুমিন ব্যতীত আর কারু জন্য এরূপ নেই। যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে শুকরিয়া আদায় করে। ফলে এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে ছবর করে। ফলে এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়' *(মুসলিম হা/২৯৯৯; মিশকাত হা/৫২৯৭)*।

Contents

ভাষা শিক্ষা

প্রাকৃতিক বস্তু সমূহ

রেযওয়ান মুবাশশির, ৬ষ্ঠ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

পূর্ণিমার চাঁদ-بَدْرٌ-Full moon (ফুল মূন)

পৃথিবী - أَرْضٌ - Earth (আর্থ)

প্রকৃতি - طَبِيْعَةٌ - Nature (নেইচার)

বজ্র - رَعْدٌ - Thunder (থান্ডার)

বন - غَابَةٌ - Forest (ফরিস্ট)

বন্যা - فَيْضَانٌ - Flood (ফ্লাড)

বরফ - ثَلْجٌ - Ice (আইস)

বসন্ত - الرَّبِيْعُ - Spring (স্প্রিং)

বাগান - حَدِيْقَةٌ - Garden (গার্ডেন)

বাতাস - هَوَاءٌ، رِيْحٌ - Air (এয়ার)

বালু - رَمْلٌ - Sand (স্যান্ড)

বিদ্যুৎ-بَرْقٌ-Electricity (ইলেকট্রিসিটি)

বৃষ্টি - مَطَرٌ - Rain (রেইন)

ভূমিকম্প - زَلْزَلَةٌ - Earthquake (আর্থকোয়েইক)

মরুভূমি - صَحْرَاءٌ - Desert (ডেজার্ট)

মহাসাগর - مُحِيْطٌ - Ocean (ওশ্ন)

কুইজ

১. প্রত্যেক সোনামণির জন্য সার্বিক জীবনে কার অনুসরণ করা অপরিহার্য কর্তব্য?
উ:.......................................

২. বাতাসে শতকরা কত ভাগ নাইট্রোজেন ও কত ভাগ অক্সিজেন থাকে?
উ:.......................................
....
....

৩. প্রতিবার শ্বাস গ্রহণে কত লিটার বাতাস শরীরে প্রবেশ করে?
উ:.......................................

৪. সর্বোত্তম মার্জিতভাষী কে ছিলেন?
উ:.......................................

৫. মুমিন ব্যক্তি কেমন হয়?
উ:.......................................

৬. জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হবে কার জন্য?
উ:.......................................
....
....

৭. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন কাজের প্রতি অনুৎসাহিত করেছেন?
উ:.......................................

৮. 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা'-এর জওয়াবে কী বলতে হয়?
উ:.......................................
....

৯. কে বৈদ্যুতিক বাল্ব আবিষ্কার করতে গিয়ে কতবার ব্যর্থ হয়েছেন?
উ:.......................................
....

১০. 'আল্লাহ্‌র নিকটে প্রকৃত বিজয়ী কারা?
উ:.......................................

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ **কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ১৫ অক্টোবর ২০২০।**

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

(১) মূসা (আঃ) (২) ছওর গিরিগুহায় (৩) সচ্চরিত্র (৪) দ্বীনী জ্ঞান বিতরণকারী একজন সত্যিকারের আল্লাহভীরু আলেমের জন্য (৫) যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে (৬) তিন ভাগে (৭) ৩১৩ জন (৮) ২৯,০২৯ ফুট (৯) ৪ মাস পর পর (১০) সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান : আমেনা খাতুন
সন্তোষপুর, পবা, রাজশাহী।

২য় স্থান : আনিকা তাসনীম, ৪র্থ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান : তাহমীদ আর-রাইয়ান, ৩য় শ্রেণী
লালমণিরহাট রেসিডেন্সিয়াল মডেল মাদরাসা লালমণিরহাট।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা
সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম : .....
প্রতিষ্ঠান : .....
শ্রেণী : .....
ঠিকানা : .....
.....
মোবাইল : .....

ছন্দে ছন্দে Preposition

মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

শহর, নগর, প্রদেশ, দেশ
এদের আগে in বসে
করবে বেশ।
সপ্তাহ, মাস, বছর, দশক
যুগ আর শতাব্দী
এদের আগে in বসানো হয়
আজ অবধি।
প্রভাত, দুপুর গোধুলি রাত
এদের আগে at বসিয়ে
করবে বাজিমাত।
সময়ের আগে at বসে
দিনের আগে on
দিনের অংশভাগে in না বসলে
মাথা করবে ভনভন।
Festvial at নম্বরেও at with হয়
বস্তুতে
এই ভাবে Preposition শিখবে
আনন্দ আর ফুর্তিতে।
Person by পাশে বোঝাতে ও by
যানবাহনে ও তাই
Article দিলে on হয়
যানবাহনের আগে কি।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২০

নীতিমালা

নিম্নের ৮টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলির ১, ২, ৩, ৪, ৬ ও ৭ নং মৌখিকভাবে (প্রশ্ন লটারী পদ্ধতিতে) এবং ৫ নং এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে ও ৮ নং লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষার সময়কাল ১ ঘণ্টা।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. আক্বীদা (আবশ্যিক) : প্রশ্নোত্তর (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

২. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ : (২৯ ও ৩০ তম পারা)।

৩. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা আন'আম (৭৪-৭৯) আয়াত।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

৪. দো'আ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

৫. সাধারণ জ্ঞান :

(ক) সোনামণি জ্ঞানকোষ-১-এর ইসলামী জ্ঞান (৭১-১৪১ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা ইংরেজী (১-৩৪ নং প্রশ্ন), একটুখানি বুদ্ধি খাটাও/ধাঁধা (১-২৬ নং প্রশ্ন) ও রহস্য (১-২১ নং প্রশ্ন)।

(খ) সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (১-৮০ নং প্রশ্ন), সাধারণ জ্ঞান (চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর বিভাগ), সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ ২৭-৫৩; উদ্ভিদ জগৎ ২১-৩৯; শিশু অধিকার ৭-১৬ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (গণিত ১-৩৯ নং প্রশ্ন), সংগঠন বিষয়ক (১-৩৯ নং প্রশ্ন) এবং Poem হ'ল কবিতা।

৬. সোনামণি জাগরণী : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী।

৭. আযান : *(শুধু বালকদের জন্য)*।

৮. হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা : আয়াতুল কুরসী (বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত) আরবী ও বাংলা।

৯. গঠনতন্ত্র ও সোনামণি প্রতিভা প্রতিযোগিতা : এমসিকিউ পদ্ধতিতে **(পরিচালকগণের জন্য)**

(ক) সোনামণি গঠনতন্ত্র (সম্পূর্ণ বই)।

(খ) সোনামণি প্রতিভা-এর **১. সম্পাদকীয় :** শিশুর ইসলামী শিক্ষা, ২১তম সংখ্যা জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী '১৭; ছবর, ২৮তম সংখ্যা মার্চ-এপ্রিল '১৮; অন্ধকার থেকে আলোর পথে, ২৯তম সংখ্যা মে-জুন '১৮; ছোটদের স্নেহ করো, ৪০তম সংখ্যা মার্চ-এপ্রিল '২০; সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকো, ৪১তম সংখ্যা, মে-জুন '২০।

২. প্রবন্ধ : শিশু-কিশোরদের মধ্যে অনৈতিকতা প্রবেশ : কারণ ও প্রতিকার, ২৬-৩১তম সংখ্যা; আদর্শ সন্তান গঠনে মায়েদের ভূমিকা, ৩৬-৪০তম সংখ্যা।

◈ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।

২. ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (২য় সংস্করণ), **জ্ঞানকোষ-২ ও ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)** (৪র্থ সংস্করণ) সংগ্রহ করতে হবে।

৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।

৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন।

৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।

৭. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র কেন্দ্র সরবরাহ করবে; তবে স্ব স্ব কলম প্রতিযোগীকে সঙ্গে আনতে হবে।

৮. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সোনামণিদের বয়স সর্বোচ্চ ১৩ বছর হবে।

৯. প্রতিযোগীকে পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' এবং জন্ম নিবন্ধন-এর ফটোকপি সঙ্গে আনতে হবে।

১০. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

১১. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১২. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা অভিভাবকের মোবাইল নম্বরসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

১৩. প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৪. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হবে।

১৫. **গঠনতন্ত্র ও সোনামণি প্রতিভা** প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের **'সোনামণি পরিচালকগণ'** সরাসরি কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগহণ করবেন এবং প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

১৬. কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে যেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ফলাফল অবশ্যই কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।

◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখা	**: ৯ই অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
২. উপযেলা	**: ১৬ই অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৩. যেলা	**: ২৩শে অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়	**: ১২ই নভেম্বর**	**(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।**

উল্লেখ্য যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল স্তরের প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।